রেজিস্টার্ড নং ডি এ-১

বাংলাদেশ গেজেট

অতিরিক্ত সংখ্যা
কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত

সোমবার, জুলাই ২৮, ২০২৫

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়
আইন ও বিচার বিভাগ

প্রজ্ঞাপন

তারিখ: ১৩ শ্রাবণ, ১৪৩২ বঙ্গাব্দ/ ২৮ জুলাই, ২০২৫ খ্রিষ্টাব্দ

এস.আর.ও নম্বর ৩২২-আইন/২০২৫।—যেহেতু সংবিধানের ১৫২ অনুচ্ছেদে জুডিসিয়াল সার্ভিসকে স্বতন্ত্র সার্ভিস হিসেবে বর্ণনা করা হইয়াছে; এবং

যেহেতু বিচার বিভাগীয় পদে দায়িত্ব পালনকারী কর্মকর্তাগণের বিষয়ে পৃথক বিধিমালা প্রণয়নের জন্য সংবিধানের ১১৫ অনুচ্ছেদে রাষ্ট্রপতিকে ক্ষমতা প্রদান করা হইয়াছে; এবং

যেহেতু বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্টের আপীল বিভাগে ৭৯/১৯৯৯ নম্বর সিভিল আপিলে প্রদত্ত রায়ে সংবিধানের ১১৫ অনুচ্ছেদের অধীনে একটি জুডিসিয়াল সার্ভিস গঠন সম্পর্কে বিধান প্রণয়নের নির্দেশনা রহিয়াছে;

সেহেতু বাংলাদেশ জুডিসিয়াল সার্ভিস গঠনের উদ্দেশ্যে সংবিধানের ১১৫ অনুচ্ছেদে প্রদত্ত ক্ষমতাবলে রাষ্ট্রপতি নিম্নরূপ বিধিমালা প্রণয়ন করিলেন, যথা:—

১। শিরোনাম ও প্রবর্তন।—(১) এই বিধিমালা বাংলাদেশ জুডিসিয়াল সার্ভিস গঠন বিধিমালা, ২০২৫ নামে অভিহিত হইবে।

(২) ইহা অবিলম্বে কার্যকর হইবে।

২। সংজ্ঞা।—বিষয় বা প্রসঙ্গের পরিপন্থি কোনো কিছু না থাকিলে, এই বিধিমালায়—

(ক) "উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ" অর্থ রাষ্ট্রপতি বা রাষ্ট্রপতি কর্তৃক সংবিধানের ৫৫(৬) অনুচ্ছেদ অনুসারে প্রণীত Rules of Business-এর আওতায় সার্ভিস প্রশাসনের দায়িত্বপ্রাপ্ত মন্ত্রণালয় বা বিভাগ বা প্রতিষ্ঠান;

(খ) "কমিশন" অর্থ বাংলাদেশ জুডিসিয়াল সার্ভিস কমিশন;

(গ) "ক্যাডার পদ" অর্থ তফসিলে উল্লিখিত কোনো পদ;

(ঘ) "তফসিল" অর্থ এই বিধিমালার তফসিল;

(ঙ) "নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষ" অর্থ রাষ্ট্রপতি;

(চ) "প্রবেশ পদ" অর্থ সার্ভিসের সহকারী জজ-এর পদ;

(ছ) "শিক্ষানবিস" অর্থ বিধি ৮ এর অধীন শিক্ষানবিস হিসাবে নিয়োগপ্রাপ্ত কোনো ব্যক্তি;

(জ) "সার্ভিস" অর্থ বাংলাদেশ জুডিসিয়াল সার্ভিস; এবং

(ঝ) "স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয়" অর্থ আপাতত বলবৎ কোনো আইনের দ্বারা বা অধীন প্রতিষ্ঠিত কোনো বিশ্ববিদ্যালয় এবং সরকার কর্তৃক স্বীকৃত কোনো বিদেশি বিশ্ববিদ্যালয় বা সমমানের বিদেশি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান।

৩। **সার্ভিস গঠন।**—(১) এই বিধিমালার উদ্দেশ্য পূরণকল্পে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের স্বীকৃতমতে বাংলাদেশ জুডিসিয়াল সার্ভিস নামে একটি স্বতন্ত্র সার্ভিস গঠন করা হইবে।

(২) বাংলাদেশ জুডিসিয়াল সার্ভিস (সার্ভিস গঠন, সার্ভিস পদে নিয়োগ এবং সাময়িক বরখাস্তকরণ, বরখাস্তকরণ ও অপসারণ) বিধিমালা, ২০০৭ এর অধীন গঠিত বাংলাদেশ জুডিসিয়াল সার্ভিস এই বিধিমালার অধীন গঠিত হইয়াছে মর্মে বিবেচিত হইবে।

(৩) এই সার্ভিস নিম্নবর্ণিত ব্যক্তিগণের সমন্বয়ে গঠিত হইবে, যথা:—

(ক) বাংলাদেশ জুডিসিয়াল সার্ভিস (সার্ভিস গঠন, সার্ভিস পদে নিয়োগ এবং সাময়িক বরখাস্তকরণ, বরখাস্তকরণ ও অপসারণ) বিধিমালা, ২০০৭ এর অধীন গঠিত বাংলাদেশ জুডিসিয়াল সার্ভিসে নিযুক্ত ব্যক্তিগণ; এবং

(খ) যাহারা সার্ভিসে নিযুক্ত হইবেন।

৪। **সার্ভিসে অন্তর্ভুক্ত পদসমূহ।**—(১) তফসিলে উল্লিখিত পদ হইবে সার্ভিসে ক্যাডারের পদ।

(২) সার্ভিসের পদসমূহ রাজস্বখাতে স্থায়ীভাবে সৃজিত হইবে।

(৩) উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ, সুপ্রীম কোর্টের সহিত পরামর্শ করিয়া, সরকারি গেজেটে প্রকাশিত আদেশ দ্বারা, তফসিলে বর্ণিত পদসংখ্যা হ্রাস-বৃদ্ধি, পদ সংযোজন-বিয়োজন এবং পদের নাম সংশোধন করিতে পারিবে।

(৪) তফসিলে সার্ভিসের পদসমূহ বিচারিক পদ এবং প্রশাসনিক পদ হিসেবে আলাদাভাবে চিহ্নিত হইবে।

(৫) সার্ভিসের প্রবেশ পদের মোট সংখ্যা নির্ধারণের ক্ষেত্রে সহকারী জজ এবং জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট পদ ২ (দুই) টির পদ সংখ্যা একত্রে গণনা করিতে হইবে।

(৬) উপ-বিধি (৩) এর অধীন পদসংখ্যা নির্ধারণের ক্ষেত্রে ছুটি, প্রেষণ এবং প্রশিক্ষণের বিপরীতে ১০% পদ সংরক্ষিত থাকিবে।

(৭) উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ, সুপ্রীম কোর্টের সহিত পরামর্শ করিয়া, আদালত ও মামলা ব্যবস্থাপনার স্বার্থে ছুটি, প্রেষণ এবং প্রশিক্ষণের জন্য সংরক্ষিত পদসমূহের বিপরীতে জেলা পর্যায়ের আদালতসমূহে সংখ্যাতিরিক্ত বিচারক পদায়ন করিতে পারিবে।

৫। সার্ভিসের পদ সৃজন।—(১) সার্ভিসের বিচারিক পদ সৃজনের ক্ষেত্রে আপীল বিভাগের কর্মে জ্যেষ্ঠ বিচারপতির সভাপতিত্বে বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্টের আপীল বিভাগের ১ (এক) জন, হাইকোর্ট বিভাগের ২ (দুই) জন বিচারপতি, জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়, অর্থ বিভাগ এবং আইন ও বিচার বিভাগের সচিব/সিনিয়র সচিবগণের সমন্বয়ে বিচারিক পদ সৃজন কমিটি গঠিত হইবে এবং উক্ত পদ সৃজনের ক্ষেত্রে কমিটির সুপারিশ চূড়ান্ত বলিয়া গণ্য হইবে।

(২) সার্ভিসের বিচারিক পদ সৃজনের ক্ষেত্রে বিচারিক পদ সৃজন কমিটির সুপারিশ বাস্তবায়নে আইন ও বিচার বিভাগ রাষ্ট্রপতির নিকট সারসংক্ষেপ উপস্থাপন করিবে এবং অনুমোদিত সারসংক্ষেপ অনুযায়ী চূড়ান্ত আদেশ জারি করিবে।

(৩) বিচারিক পদের সহায়ক জনবল সৃজন এবং বিচারিক পদের অফিস সরঞ্জামাদি নির্ধারণের ক্ষেত্রে আইন ও বিচার বিভাগ এতদ্সংক্রান্ত প্রস্তাব জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় এবং অর্থ বিভাগে প্রেরণসহ অন্যান্য আনুষ্ঠানিকতা পালন করিবে।

(৪) উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ, বিচারিক পদ সৃজন কমিটির পরামর্শ গ্রহণক্রমে, বিচারিক পদসমূহের জন্য আদর্শ সহায়ক জনবল কাঠামো নির্ধারণপূর্বক আদেশ জারি করিতে পারিবে।

(৫) সার্ভিসের প্রশাসনিক পদ সৃজনের ক্ষেত্রে আইন ও বিচার বিভাগ এতদ্সংক্রান্ত প্রস্তাব জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় এবং অর্থ বিভাগে প্রেরণসহ অন্যান্য আনুষ্ঠানিকতা পালন করিবে।

৬। সার্ভিসের প্রবেশ পদে নিয়োগ।—গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের অনুচ্ছেদ ২৯(৩) এর উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, সংরক্ষণ সংক্রান্ত নির্দেশনাবলি এবং এই বিধিমালার অন্যান্য বিধানসাপেক্ষে, সার্ভিসের প্রবেশ পদে সরাসরি নিয়োগ করা হইবে।

৭। সার্ভিসের প্রবেশ পদে নিয়োগের যোগ্যতা, বয়সসীমা ও অন্যান্য শর্তাবলি।—(১) কোনো ব্যক্তিকে সার্ভিসের প্রবেশ পদে নিয়োগ করা যাইবে, যদি—

(ক) তিনি কোনো স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় হইতে আইন বিষয়ে ৪ (চার) বৎসর মেয়াদি স্নাতক (সম্মান) অথবা আইন বিষয়ে স্নাতক অথবা কোনো স্বীকৃত বিদেশি বিশ্ববিদ্যালয় হইতে আইন বিষয়ে ৩ (তিন) বৎসর মেয়াদি স্নাতকসহ স্নাতকোত্তর ডিগ্রিধারী হন:

তবে শর্ত থাকে যে, উক্ত ব্যক্তিকে আইন বিষয়ে স্নাতক বা স্নাতক (সম্মান) বা, ক্ষেত্রমত, আইন বিষয়ে স্নাতকোত্তর স্তরে দ্বিতীয় শ্রেণি বা সমমানের সিজিপিএ প্রাপ্ত হইতে হইবে; এবং

(খ) তাহার বয়স অনধিক ৩২ (বত্রিশ) বৎসর হয়।

(২) কমিশনের সুপারিশ ব্যতিরেকে সার্ভিসের প্রবেশ পদে কোনো ব্যক্তিকে সরাসরি নিয়োগ করা যাইবে না।

(৩) সার্ভিসের প্রবেশ পদে সরাসরি নিয়োগের জন্য কোনো ব্যক্তি যোগ্য বলিয়া বিবেচিত হইবেন না, যদি তিনি—

(ক) বাংলাদেশের নাগরিক না হন, অথবা বাংলাদেশের স্থায়ী বাসিন্দা না হন, অথবা বাংলাদেশের ডমিসাইল না হন; বা

(খ) এমন কোনো ব্যক্তিকে বিবাহ করেন অথবা বিবাহ করিবার জন্য প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হন, যিনি বাংলাদেশের নাগরিক নহেন।

(৪) সার্ভিসের প্রবেশ পদে সরাসরি নিয়োগ করা হইবে না, যদি—

(ক) নিয়োগের জন্য বাছাইকৃত ব্যক্তির স্বাস্থ্য পরীক্ষার উদ্দেশ্যে স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের মহাপরিচালক কর্তৃক গঠিত মেডিক্যাল বোর্ড অথবা, ক্ষেত্র বিশেষে, তৎকর্তৃক মনোনীত কোনো মেডিক্যাল অফিসার এই মর্মে প্রত্যয়ন না করেন যে, উক্ত ব্যক্তি স্বাস্থ্যগতভাবে অনুরূপ পদে নিয়োগযোগ্য এবং তিনি এইরূপ কোনো দৈহিক বৈকল্যে ভুগিতেছেন না যাহা সংশ্লিষ্ট পদের দায়িত্ব পালনে কোনো ব্যাঘাত সৃষ্টি করিতে পারে; এবং

(খ) এইরূপ বাছাইকৃত ব্যক্তির পূর্ব কার্যকলাপ স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে তদন্ত না হইয়া থাকে এবং তদন্তের ফলে দেখা যায় যে, প্রজাতন্ত্রের চাকরিতে নিযুক্তির জন্য তিনি উপযুক্ত নহেন।

(৫) কোনো ব্যক্তিকে কমিশন কর্তৃক সার্ভিসের প্রবেশ পদে নিয়োগের জন্য সুপারিশ করা যাইবে না, যদি তিনি—

(ক) উক্ত পদের জন্য কমিশন কর্তৃক দরখাস্ত আহবানের বিজ্ঞপ্তিতে উল্লিখিত ফিসসহ যথাযথ ফরম ও নির্দিষ্ট তারিখের মধ্যে দরখাস্ত দাখিল না করেন; এবং

(খ) সরকারি চাকরি কিংবা কোনো স্থানীয় কর্তৃপক্ষের চাকরিতে নিয়োজিত থাকাকালে যথাযথ কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে দরখাস্ত দাখিল না করেন।

(৬) কমিশন, রাষ্ট্রপতির অনুমোদনক্রমে, সরকারি গেজেটে প্রকাশিত আদেশ দ্বারা, সার্ভিসের প্রবেশপদে নিয়োগের উদ্দেশ্যে সুপারিশের জন্য প্রয়োজনীয় পরীক্ষার সিলেবাস ও পদ্ধতি নির্ধারণ করিবে।

(৭) সার্ভিসের প্রবেশ পদে মেধা এবং সরকার কর্তৃক সময় সময় নির্ধারিত কোটার ভিত্তিতে নিয়োগ প্রদান করা হইবে:

তবে শর্ত থাকে যে, নির্ধারিত কোটায় যোগ্য প্রার্থী পাওয়া না গেলে সংশ্লিষ্ট কোটার শূন্য পদসমূহ সাধারণ মেধা তালিকা হইতে পূরণ করা হইবে।

৮। **শিক্ষানবিস।**—(১) সার্ভিসের প্রবেশ পদে নিয়োগের জন্য বাছাইকৃত ব্যক্তিকে নিয়োগের তারিখ হইতে ২ (দুই) বৎসরের জন্য শিক্ষানবিস হিসেবে নিয়োগ করা হইবে:

তবে শর্ত থাকে যে, উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ, কোনো শিক্ষানবিসের শিক্ষানবিসি মেয়াদ এইরূপে বর্ধিত করিতে পারিবেন যাহাতে বর্ধিত মেয়াদ সর্বসাকুল্যে ২ (দুই) বৎসরের অধিক না হয় এবং আনুষ্ঠানিকভাবে শিক্ষানবিসি মেয়াদ বর্ধিত করা না হইলে উহা সর্বোচ্চ ২ (দুই) বৎসর পর্যন্ত বর্ধিত করা হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে।

(২) শিক্ষানবিসি মেয়াদ, বর্ধিত মেয়াদ থাকিলে তাহাসহ, শেষ হইবার পর উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ, সুপ্রীম কোর্টের সহিত পরামর্শক্রমে, যদি এই মর্মে সন্তুষ্ট হন যে, শিক্ষানবিসি মেয়াদ চলাকালে কোনো শিক্ষানবিসের আচরণ ও কর্ম সন্তোষজনক ছিল, তাহা হইলে, উপ-বিধি (৪) এর বিধানসাপেক্ষে, কর্মে যোগদানের তারিখ হইতে কার্যকারিতাসহ শিক্ষানবিসকে কর্মে স্থায়ী করিবে।

(৩) কোনো শিক্ষানবিসের শিক্ষানবিসি মেয়াদ বা বর্ধিত মেয়াদ থাকিলে তাহা চলাকালে বা শেষ হইবার পর নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষ যদি মনে করেন যে, তাহার আচরণ ও কর্ম সন্তোষজনক নহে, বা, ক্ষেত্রমত, ছিল না কিংবা তাহার কর্মদক্ষ হইবার সম্ভাবনা নাই এবং তিনি উপ-বিধি (৪) এর অধীন নির্ধারিত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন নাই বা প্রশিক্ষণ সমাপ্ত করেন নাই, তাহা হইলে নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষ সুপ্রীম কোর্টের সহিত পরামর্শক্রমে শিক্ষানবিসের কর্মের আবসান ঘটাইতে পারিবে।

(৪) কোনো শিক্ষানবিসকে সার্ভিসের প্রবেশ পদে স্থায়ী করা হইবে না, যদি উক্ত শিক্ষানবিস উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ কর্তৃক, সরকারি গেজেটে প্রকাশিত আদেশ দ্বারা, সময় সময়, নির্ধারিত—

(ক) কমিশন কর্তৃক গৃহীত বিভাগীয় পরীক্ষায় সফলতার সহিত উত্তীর্ণ না হন; এবং

(খ) প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণ না করেন কিংবা অংশগ্রহণ করিয়া প্রশিক্ষণ সফলতার সহিত সমাপ্ত না করেন।

(৫) কোনো শিক্ষানবিসের চাকরি উপ-বিধি (৩) এর অধীন আনুষ্ঠানিকভাবে অবসান না ঘটাইলে, উপ-বিধি (৪) এর বিধানসাপেক্ষে, বর্ধিত শিক্ষানবিসি মেয়াদান্তে তাহার কর্ম স্থায়ী করা হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে।

(৬) কোনো শিক্ষানবিসের চাকরি এই বিধির অধীন স্থায়ী করা হইলে শিক্ষানবিসি মেয়াদ পদোন্নতি, পেনশন, ছুটি এবং আনুষঙ্গিক সুবিধাদি নির্ধারণের উদ্দেশ্যে সার্ভিসে তাহার কর্মকাল বলিয়া গণ্য হইবে।

৯। সাময়িক বরখাস্তকরণ, বরখাস্তকরণ ও অপসারণ।—(১) সার্ভিস পদে নিযুক্ত কোনো ব্যক্তিকে তাহার নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষ অপেক্ষা অধস্তন কোনো কর্তৃপক্ষের দ্বারা সাময়িক বরখাস্তকরণ, বরখাস্তকরণ বা অপসারণ করা যাইবে না।

(২) সার্ভিস পদে নিযুক্ত কোনো ব্যক্তিকে তাহার সম্পর্কে প্রস্তাবিত ব্যবস্থা গ্রহণের বিরুদ্ধে কারণ দর্শানোর যুক্তিসঙ্গত সুযোগ প্রদান না করিয়া এবং সুপ্রীম কোর্টের পরামর্শ গ্রহণ না করিয়া সার্ভিস পদ হইতে সাময়িক বরখাস্ত, বরখাস্ত বা অপসারণ করা যাইবে না।

(৩) সার্ভিসের কোনো সদস্যকে এই বিধির অধীন সাময়িক বরখাস্তকরণ, বরখাস্তকরণ বা অপসারণের ক্ষেত্রে বাংলাদেশ জুডিসিয়াল সার্ভিস (শৃঙ্খলা) বিধিমালা, ২০১৭ এর বিধানাবলি প্রযোজ্য হইবে।

১০। সংশোধন।—সরকার, বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্টের সহিত পরামর্শ করিয়া, এই বিধিমালার কোনো বিধান সংশোধন করিতে পারিবে।

১১। রহিতকরণ ও হেফাজত।—(১) এতদ্দ্বারা বাংলাদেশ জুডিসিয়াল সার্ভিস (সার্ভিস গঠন, সার্ভিস পদে নিয়োগ এবং সাময়িক বরখাস্তকরণ, বরখাস্তকরণ ও অপসারণ) বিধিমালা, ২০০৭ রহিত করা হইল।

(২) উক্তরূপ রহিত সত্ত্বেও উক্ত বিধিমালার অধীন—

(ক) নিয়োগপ্রাপ্তদের নিয়োগ এবং উহার ধারাবাহিকতায় প্রাপ্ত প্রশিক্ষণ, শিক্ষানবিসিসহ কর্মে স্থায়ীকরণ, পদোন্নতি ও অর্জিত অধিকারসমূহ এমনভাবে চলমান থাকিবে যেন উহা এই বিধিমালার বিধান অনুযায়ী প্রাপ্ত ও অর্জিত হইয়াছে;

(খ) প্রদত্ত কোনো আদেশ এই বিধিমালার অধীন প্রদত্ত হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে; এবং

(গ) কোনো কার্যক্রম অনিষ্পন্ন বা চলমান থাকিলে উহা উক্ত বিধিমালার অধীন এইরূপভাবে নিষ্পন্ন করিতে হইবে যেন উক্ত বিধিমালা রহিত করা হয় নাই।

তফসিল

[বিধি ২ (গ), ২ (ঙ) এবং ৪ (১) দ্রষ্টব্য]

প্রথম অংশ: বিচারিক পদসমূহ

ক্রমিক	পদের শ্রেণি	পদের সংখ্যা	ছুটি, প্রেষণ এবং প্রশিক্ষণের জন্য সংরক্ষিত পদের সংখ্যা (১০%)
(১)	(২)	(৩)	(৪)
১।	(ক) জেলা ও দায়রা জজ	৬৪	
	(খ) মহানগর দায়রা জজ	৮	
	(গ) বিচারক, নারী ও শিশু নির্যাতন দমন ট্রাইব্যুনাল	১০১	
	(ঘ) বিভাগীয় বিশেষ জজ	৫	
	(ঙ) বিশেষ জজ	২৪	
	(চ) বিচারক, দ্রুত বিচার ট্রাইব্যুনাল	৯	
	(ছ) বিচারক, জননিরাপত্তা বিঘ্নকারী অপরাধ দমন ট্রাইব্যুনাল	৭	
	(জ) বিচারক, সাইবার ট্রাইব্যুনাল	৮	
	(ঝ) বিচারক, সন্ত্রাস বিরোধী বিশেষ ট্রাইব্যুনাল	৭	
	(ঞ) বিচারক, মানব পাচার অপরাধ দমন ট্রাইব্যুনাল	৮	
	(ট) বিচারক, পরিবেশ আপীল আদালত	১	
	(ঠ) বিচারক, প্রশাসনিক আপীল ট্রাইব্যুনাল	১	
	(ড) বিচারক, প্রশাসনিক ট্রাইব্যুনাল	৮	
	(ঢ) বিচারক, বিশেষ ট্রাইব্যুনাল, সিকিউরিটিজ এন্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন	১	
	(ণ) বিচারক, শ্রম আপীল ট্রাইব্যুনাল	১	
	(ত) বিচারক, শ্রম আদালত	১০	
		২৬৩	২৬

(১)	(২)	(৩)	(৪)
২।	(ক) অতিরিক্ত জেলা ও দায়রা জজ	১৭৪	
	(খ) অতিরিক্ত মহানগর দায়রা জজ	২৭	
	(গ) চীফ জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট	৬৪	
	(ঘ) চীফ মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট	৮	
	(ঙ) বিচারক, দেউলিয়া আদালত	২	
	(চ) বিচারক, কাস্টম্‌স, এক্সাইজ অ্যান্ড ভ্যাট আপীল্যাট ট্রাইব্যুনাল	৪	
		২৭৯	২৮
৩।	(ক) যুগ্ম জেলা ও দায়রা জজ	১৬৫	
	(খ) যুগ্ম মহানগর দায়রা জজ	২৬	
	(গ) বিচারক, ল্যান্ড সার্ভে ট্রাইব্যুনাল	১৩	
	(ঘ) বিচারক, অর্থঋণ আদালত	১১	
	(ঙ) বিচারক, পরিবেশ আদালত	২	
	(চ) অতিরিক্ত চীফ জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট	৫৭	
	(ছ) অতিরিক্ত চীফ মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট	১১	
	(জ) ম্যাজিস্ট্রেট, মেরিন কোর্ট	১	
		২৮৬	২৯
৪।	(ক) সিনিয়র সহকারী জজ	২৫৬	
	(খ) সিনিয়র জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট	২২৯	
	(গ) মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট	৫৯	
		৫৪৪	৫৪
৫।	জেলা লিগ্যাল এইড কর্মকর্তা	৬৪	৬
৬।	(ক) সহকারী জজ	১০৬	
	(খ) জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট	২৭৭	
		৩৮৩	৩৮
		১৮১৯	১৮১

দ্বিতীয় অংশ: প্রশাসনিক পদসমূহ

ক্রমিক	পদের শ্রেণি	পদের সংখ্যা	ছুটি, প্রেষণ এবং প্রশিক্ষণের জন্য সংরক্ষিত পদের সংখ্যা (১০%)
(১)	(২)	(৩)	(৪)
১।	আইন ও বিচার বিভাগ		
	(ক) সচিব	১	
	(খ) অতিরিক্ত সচিব	২	
	(গ) যুগ্মসচিব/সলিসিটর	৫	
	(ঘ) উপসচিব	১৫	
	(ঙ) সিনিয়র সহকারী সচিব/সহকারী সচিব	১৮	
		৪১	৪
২।	বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্ট		
	(ক) রেজিস্ট্রার জেনারেল	১	
	(খ) রেজিস্ট্রার	৩	
	(গ) অতিরিক্ত রেজিস্ট্রার/ স্পেশাল অফিসার/ প্রধান বিচারপতির একান্ত সচিব	৬	
	(ঘ) ডেপুটি রেজিস্ট্রার/তথ্য ও গবেষণা কর্মকর্তা	১৪	
	(ঙ) সহকারী রেজিস্ট্রার/রেজিস্ট্রার জেনারেলের একান্ত সচিব	১২	
		৩৬	৩
৩।	বাংলাদেশ জুডিসিয়াল সার্ভিস কমিশন		
	(ক) সচিব	১	
	(খ) পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক/উপসচিব	২	
	(গ) উপপরিচালক	১	
	(ঘ) সিনিয়র সহকারী সচিব/সহকারী পরিচালক/ চেয়ারম্যান মহোদয়ের একান্ত সচিব	৬	
		১০	১

(১)	(২)	(৩)	(৪)
৪।	বিচার প্রশাসন প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট		
	(ক) পরিচালক	৩	
	(খ) উপপরিচালক	৩	
	(গ) সহকারী পরিচালক/ গবেষণা কর্মকর্তা	৫	
		১১	১
৫।	আইন কমিশন		
	(ক) সচিব	১	
	(খ) মুখ্য গবেষণা কর্মকর্তা	১	
	(গ) লেজিসলেটিভ ড্রাফটসম্যান	১	
	(ঘ) গবেষণা কর্মকর্তা/অনুবাদ কর্মকর্তা/ চেয়ারম্যান মহোদয়ের একান্ত সচিব	৬	
	(ঙ) সিনিয়র সহকারী সচিব	১	
		১০	১
৬।	জাতীয় আইনগত সহায়তা প্রদান সংস্থা		
	(ক) পরিচালক	১	
	(খ) উপপরিচালক	২	
	(গ) সহকারী পরিচালক	৩	
		৬	১
৭।	আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল		
	(ক) রেজিস্ট্রার	১	
	(খ) ডেপুটি রেজিস্ট্রার	২	
	(গ) সিনিয়র আইন গবেষণা অফিসার	৩	
		৬	১
		১২০	১৩

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

শেখ আবু তাহের
সচিব।

মোহাম্মদ আবু ইউসুফ, উপপরিচালক (উপসচিব), বাংলাদেশ সরকারী মুদ্রণালয়, তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক মুদ্রিত।
মোঃ নজরুল ইসলাম, উপপরিচালক (উপসচিব), বাংলাদেশ ফরম ও প্রকাশনা অফিস, তেজগাঁও,
ঢাকা কর্তৃক প্রকাশিত। website: www.bgpress.gov.bd